ফিরোজার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

ফিরোজা আক্তার সম্পা। ২০১৯ সালে স্বামী মারা যাওয়ার পর দুচোখে যেন অন্ধকার দেখছিলেন৷ দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে পড়লেন মহাসাগরে। এমন সময় সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

শুধু তাই নয়, সেখান থেকে বিনামুল্যে পাওয়া সেলাইমেশিন দিয়ে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। এরপর থেকে আর তাকে পিছনে তাকাতে হয়নি। এখন ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছেন। পাশাপাশি ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। বলছিলাম কুষ্টিয়া শহরের ফিরোজা আক্তার সম্পার কথা।

শহরের আমলাপাড়ায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। তার স্বামী ঢাকায় ছোট একটা চাকুরিী করতেন। কিন্তু ২০১৭ সালের দিকে মারা যাওয়ার পর তিনি দু চোখে অন্ধকার দেখছিলেন৷ নিজের কোন মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকায় ভাড়া বাসায় এবং সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলো। এমন সময় আলোর পথ দেখাতে সহায়তা করে সমাজসেবা অধিদপ্তর।

বর্তমানে তিনি সংসারে স্বচ্ছলতা এনেছেন এবং তার এক ছেলে কুষ্টিয়া সেন্ট্রাল কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পাশ করেছে। আর ছোট মেয়ে কেজি স্কুলে লেখাপড়া করছেন।

ফিরোজা আক্তার সম্পা বলেন, শহরের আমলাপাড়ায় ভাড়া বাসায় বসবাস করার সুবাদে সেখানেই কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা অধিদপ্তরের দক্ষতা উন্নয়ন ও সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তিনমাসের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ গ্রহন করি। এবং সেখানে থেকে আমাকে একটি সেলাই মেশিন বিনামুল্যে সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়। তারপর আমি বাড়িতেই সেলাইয়ের কাজ করতাম।

পরবর্তীতে কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোড মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের নিচে ছোট্ট একটি রুম ভাড়া নিয়ে ডান্স লেডিস টেইলার্স নামের একটি দোকান পরিচালনা করছি। মাঝে মাঝে আমি একাই কাজ করি। তবে কাজের চাপ বাড়লে দুই-তিনজন সহকারি হিসেবে কারিগর নিয়োগ দেয়। এতে করে মাসে অন্তত ১০-১৫ হাজার টাকা আয় হয়।

কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা অফিসার আসাফউদ্দৌলা বলেন, ফিরোজা আক্তার সম্পা এখান থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করেই তার সংসারে স্বচ্ছলতা এনেছেন। সে নিজেও এখন উৎসাহ পাচ্ছেন। আমরা সমাজসেবা অধিদপ্তরের

মাধ্যমে নানা পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করছি। আগামীতে তার দোকানে আরও বেশি করে কাপড় কেনার জন্য বিনাসুদে ঋণ প্রদান করবো তাকে।

জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক রোখসানা পারভীন বলেন, মানুষ কোনো কাজকে অবহেলা আর অবজ্ঞা না করে কঠোর পরিশ্রম করলে তিনি কখনো ‘না খেয়ে মরবেন না’। দরিদ্রতাকে জয় করে তিনি এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আরও কয়েকজন মানুষের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় স্কপের ‘দাবি দিবস’ পালন

বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো চালু, আইএলও কনভেনশনের অনুসরণে শ্রম আইন ও বিধিমালার সংশোধন, আইন করে জাতীয় ন্ন্যূতম মজুরি ঘোষণা এবং সর্বস্তরে আউটসোর্সিং বন্ধ করে স্থায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চালুসহ স্কপের ৯ দফা দাবিতে কুষ্টিয়ায় ‘দাবি দিবস’ পালন করেছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) কুষ্টিয়া জেলা শাখা।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া পৌরসভার বিজয় উল্লাস চত্বরে সমাবেশ, মিছিল শেষে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সমাবেশে জাতীয় শ্রমিকলীগ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আমজাদ আলী খানের সভাপতিত্বে ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জেলার সভাপতি আশরাফুল ইসলামের পরিচালনায়, বক্তব্য রাখেন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সভাপতি পলান বিশ্বাস, জাতীয় শ্রমিক জোট জেলা সভাপতি আমিরুল ইসলাম মকলু, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন জেলা সংগঠক ইসরারুল হক, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র জেলা সংগঠক নীল কমল, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা সাধারণ সম্পাদক এ্যাড মীর নাজমুল ইসলাম শাহিন ও জাতীয় শ্রমিকলীগ জেলা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মতিউল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় ৯ দফা ও স্থানীয় ১১ আশু দাবি বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান।

কুষ্টিয়ায় ক্যানালের জমি দখল করে অবৈধ স্থাপনা তৈরী! দেখার কেউ নেই

কুষ্টিয়ায় ক্যানালের জমি দখল করে অবৈধ স্থাপনা তৈরী করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জিয়ারখী ইউনিয়নের হররা বেলেমাঠ এলাকায় জিকে ক্যানাল ভরাট করে জোরপূর্বক অবৈধভাবে স্থাপনা তৈরি করছে এলাকার প্রভাবশালী মহিদুল আলম সালাম নামে একজন। তবে সংশ্লিষ্টদের সাথে আঁতাত করে এমন কাজ করে গেলেও তা দেখার কেউ নেই বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।

এলাকাবাসীসূত্রে জানা যায, জিয়ারখী ইউনিয়নের হররা এলাকার নিজাম উদ্দিনের ছেলে মহিদুল আলম সালাম প্রভাবশালী হওয়ায় সরকারি রাস্তার পাশে জিকে ক্যানালের জায়গা ভরাট করে পাকা দোকান ঘর তৈরি করছে।

স্থানীয়রা জানায়, বর্ষা মৌসুমে এই জিকে ক্যানাল দিয়ে অত্র এলাকার পানি নিষ্কাসন হয়ে থাকে। কিন্তু এ অবৈধ স্থাপনার কারনে এলাকায় জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হবে।

স্থানীয়রা এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সালামের ক্যানাল ভরাট এবং সরকারি রাস্তার ওপরে এমন স্থাপনার জন্য এলাকার মানুষের চরম ভোগান্তি হবে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ওবাইদুর রহমান জানান, এমন বিষয় নিয়ে কেউ কোন অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্তপুর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

অতিদ্রুত এই অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এলাকার পানি নিষ্কাসন ব্যবস্থা সচ্ছল রাখতে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা দিতে এসে দুইজনকে কারাদন্ড

কুষ্টিয়ায় ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অসাধুপায় অবলম্বন করায় দুই জনকে কারাদন্ড ও অর্থদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত।

বুধবার সকালে শেখ কামাল স্টেডিয়ামে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর পরীক্ষা চলছিল।

পরীক্ষায় শহরের সুখনগর বস্তির আনিস উদ্দিনের ছেলে অভিযুক্ত খেজমত আলী ভূয়া প্রবেশপত্র (লার্নার) নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল। দায়িত্বরত ভ্রাম্যমান আদালতে বিষয়টি ধরা পড়লে তাকে ৬ মাসের কারাদন্ড দেন।

এদিকে, খোকসা উপজেলার বহরমপুর গ্রামের মোয়াজ্জেম বিশ্বাসের ছেলে রিশাত বিশ্বাস হলে প্রবেশ করে মোবাইলে প্রশ্নের ছবি তুলে বের হয়ে আসছিল। তাকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালত ৫দিনের কারাদন্ড ও ২ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো দুই দিনের কারাদন্ড দেন।

আদালত পরিচালনা করা নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট হাফিজুর রহমান এর সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দন্ডপ্রাপ্ত দুই জনকে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

দর্শনায় বিজিবি-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে সমন্বয় সভা

কুষ্টিয়া সেক্টরের অধীনস্থ চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)- বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর দর্শনা আইসিপি সম্মেলন কেন্দ্রে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ ডেলিগেশন দলের নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল জিয়া সাদাত খান, পিএসসি এবং প্রতিপক্ষ বিএসএফ ডেলিগেশন দলের নেতৃত্ব দেন কৃষ্ণনগর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ডিআইজি শ্রী পি কে আনান্দ, পিএমএমএস, পিএমজি। এছাড়াও সভায় ১০ জন বিজিবি স্টাফ অফিসারসহ ৯ জন বিএসএফ স্টাফ অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভায় সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশী হত্যা বন্ধ, মাদকদ্রব্য পাচার রোধসহ সীমান্ত এলাকায় অপরাধ কর্মকান্ড রোধকল্পে ১৫০ গজের মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ, মাদক চোরাচালান বন্ধে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং কাটাতারের বেড়া কাটাসহ সীমান্তের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয়ে আলোচনা হয়।

উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সু-সম্পর্ক এবং অবৈধভাবে বাংলাদেশী/ভারতীয় নাগরিক সীমান্ত পারাপার বন্ধের আশাবাদ ব্যক্ত করে সীমান্ত সম্মেলনটি শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়।

কুষ্টিয়ায় স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ

কুষ্টিয়ায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত ১০টি স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির মাঝে ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সহায়তায় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কার্যালয়ের আয়োজনে মঙ্গলবার বিকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে চেক প্রদান করা হয়।

ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

এ সময় তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সবসময় নারীবান্ধব। আওয়ামী লীগ সরকার তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। এসকল অর্জন ধরে রাখতে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করে যেতে হবে।’

স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃণাল কান্তি দের সভাপতিত্বে এ সময় কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নুরে সফুরা ফেরদৌস, প্রোগ্রাম অফিসার মর্জিনা খাতুনসহ সকল উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার ও সংশ্লিষ্ট এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
চেক বিতরণের পূর্বে অতিথিরা স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

মাস্ক ব্যবহার না করায় কুমারখালীতে ১৩ জনকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করে মাস্কবিহীন চলাফেরা করায় ১৩ জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার বাসস্ট্যান্ড ও পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এমএ মুহাইমিন আল জিহান।

এ সময় ৮টি মামলায় ১৩ জনকে ৩হাজার ৩০০ টাকা ও ১টি মামলায় ১ জনের ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এমএ মুহাইমিন আল জিহান জানান, মাস্ক বিহীন চলাফেরা করার অপরাধে দণ্ডবিধির ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারায় ১৩ জনের বিরুদ্ধে ৮ টি মামলা দিয়ে ৩৩০০ টাকা ও ১টি মামলায় ১জনের ৫০০টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ট্রলিচাপায় যুবক নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় ওভারটেক করতে গিয়ে ট্রলিচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছে এক কিশোর।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার কল্যাণপুর-মাজদিয়াড় সড়কের কল্যাণপুর বাজারের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম মামুন (২২)। তিনি উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের মাজদিয়াড় মুন্সিপাড়া গ্রামের মুছহাদ মুন্সির ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নিজ বাড়ি থেকে মামুন মোটরসাইকেলে বেপরোয়া গতিতে কল্যাণপুর বাজারের কাছে পৌঁছলে বিপরীত দিকে থেকে আসা একটি ভ্যানকে ওভারটেক করতে গিয়ে শ্যালোইঞ্জিনচালিত ইটবোঝাই ট্রলির তলে চাপা পড়ে।

এতে মামুন ট্রলির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং ট্রলি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে গুরুতর আহত হন ট্রলিচালক শাওন (১৮)। দৌলতপুর থানার ওসি (তদন্ত) শাহাদত হোসেন জানান, ট্রলিচাপায় মোটরসাইকেল চালক মামুন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন ট্রলিরচালক শাওন। তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহত যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ইউপি চেয়ারম্যান কারাগারে

কুষ্টিয়ায় ভিজিডির চাল আত্মসাতের অভিযোগে দৌলতপুরের রিফাইতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জামিরুল ইসলাম বাবুকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

ভিজিডি চক্রে সচ্ছল ব্যক্তির নাম-পরিচয় ব্যবহার করে চাল উত্তোলন ও আত্মসাতের অভিযোগে ভুক্তভোগীর দায়ের করা মামলায় চেয়ারম্যান জামিরুল ইসলাম বাবুর জামিন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালতের বিচারক মো. এনামুল হক জামিন শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, রিফাইতপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ডের আবদুস সামাদের স্ত্রী রুবিনা খাতুনের নাম ব্যবহার করে ভিজিডি চাল উত্তোলন করে আসছিলেন ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জামিরুল ইসলাম বাবু। বিষয়টি জানাজানি হলে, আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারটি সমালোচনার মুখে পড়েন। পরে ভুক্তভোগী রুবিনা খাতুনের ভাই রিফাইাতপুর গ্রামের মৃত. আবদুস সাত্তারের ছেলে মো. মুন্না বাদী হয়ে কুষ্টিয়ার আদালতে মামলা দায়ের করেন।

বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাড. মনোয়ার হোসেন মুকুল জানিয়েছেন, অভিযুক্ত চেয়ারম্যান দীর্ঘদিন ধরে আমার মক্কেলের নামে সরকারের মহতি উদ্যোগ ভিজিডি কর্মসূচির চাল আত্মসাৎ করে আসছিলেন। ভুক্তভোগী পরিবার সচ্ছল হওয়ায় ভিজিডি কর্মসূচির তালিকায় তার নাম থাকায় সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হন। এ ঘটনায় মামলা করেন তারা।

আদালতে আসামির জামিনের জন্য আবেদন করা হয়। বিজ্ঞ আদালত শুনানি শেষে জামিন নামঞ্জুর করে অভিযুক্ত চেয়ারম্যানকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

অভিযোগ আছে রিফাইতপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিডির তালিকায় অনেক সচ্ছল ব্যক্তির নাম ব্যবহার করে ভিজিডি কর্মসূচির চাল উত্তোলন করে আসছেন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ ওয়ার্ড সদস্যরাও।

জানা যায়, রুবিনা খাতুনের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ব্যবহার করে তার (রুবিনা) নামে একটি ভিজিডি কার্ড তৈরি করেন ইউপি চেয়ারম্যান জামিরুল ইসলাম বাবু। ওই চেয়ারম্যান রুবিনার ভিজিডি কার্ডের বিপরীতে ২০১৯-২০ বরাদ্দ হওয়া সরকারি চাল নিয়মতি আত্মসাৎ করেন। কিন্তু রুবিনা এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। সম্প্রতি বিষয়টি জানাজানি হলে, রুবিনা স্থানীয় মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে জানতে পারেন, তার নামে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ভিজিডি কার্ড রয়েছে। সেই কার্ডে নিয়মিত চাল উত্তোলন হয়ে আসছে। তার কার্ড নম্বর ৫১।

কুষ্টিয়া চিনিকলে ২১ কোটি টাকার চিনি অবিক্রীত

কুষ্টিয়া চিনিকলে উৎপাদিত প্রায় ২১ কোটি টাকার অবিক্রীত চিনি ও চিটাগুড় গোডাউনে পড়ে রয়েছে। গত মৌসুমে উৎপাদিত এসব চিনি দীর্ঘদিন গোডাউনে পড়ে থাকায় সিংহভাগ চিনির গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপশি বিশাল অঙ্কের অবিক্রীত এই চিনি নিয়ে মিল র্কর্তৃপক্ষ পড়েছে চরম বিপাকে।

চিনি বিক্রি করতে না পারায় মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন-ভাতাদিসহ আনুষঙ্গিক খরচ মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া আখ চাষীদের বকেয়া কয়েক কোটি টাকাও পরিশোধ করা যাচ্ছে না। মিল কর্তৃপক্ষের কাছে আখ চাষীদের বকেয়া রয়েছে ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা।

জানা যায়, ২০১৯-২০ আখ মাড়াই মৌসুমে মোট উৎপাদিত চিনির মধ্যে বর্তমানে ২ হাজার ২৬ মেট্রিক টন চিনি ও ২ হাজার ৩শ’ ৯৬ মেট্রিক টন অবিক্রীত চিটাগুড় মিলের গোডাউনে মজুদ রয়েছে। অবিক্রীত ওই চিনির বাজার মূল্য প্রায় ১৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা এবং চিটাগুড়ের বাজার মূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকা।

মজুদকৃত চিনি ও চিটাগুড় বিক্রি না করতে না পারায় আর্থিক টানাপোড়েন ও সঙ্কটে পড়েছে মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা। ৫/৬ মাসের বকেয়া বেতন না পেয়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা দিনযাপন করছেন অতিকষ্টে।

এদিকে ডিসেম্বর মাসের শেষদিকেই শুরু হচ্ছে মিলের ’২০-২১ মাড়াই মৌসুম। ফলে আসন্ন মৌসুমে উৎপাদিত নতুন গুদামজাত করতে গোডাউনে সংরক্ষিত গত মৌসুমের চিনি বিক্রি জরুরী হলেও ক্রেতার অভাবে কর্তৃপক্ষ তা বিক্রি করতে পারছে না।

মিলের ডিলাররাও চিনি উত্তোলন করছে না। কুষ্টিয়া চিনিকলে উৎপাদিত চিনি সংরক্ষণের জন্য ৬শ’ ৫০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি গোডাউন রয়েছে। তবে গত মৌসুমের চিনি এখনও অবিক্রীত ও গোডাউনে মজুদ থাকায় আসন্ন মাড়াই মৌসুমের উৎপাদিত চিনি গোডাউনজাত করতে স্থান সংকুলানে সঙ্কটে পড়তে হতে পারে বলে মিলের কর্মকর্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

চিনিকল আখ চাষী কল্যাণ সমিতির সদস্য আব্দুর রহিম জানান, নানা জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে চাষীরা আখ চাষে উৎসাহ হারাচ্ছে। মিল জোন এলাকায় আগের তুলনায় আখ চাষ কমেছে। চাষ কমে যাওয়ায় মাড়াই মৌসুমে মিলে আখের যোগান কমছে। ফলে দেশীয় চিনির সামগ্রিক চিনি উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে।

মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রাকিবুর রহমান খান জানান, অবিক্রীত চিনি ও চিটাগুড় বিক্রির চেষ্টা চলছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ সমস্যা নিরসন হবে বলে তিনি জানান।